

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা
শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র
০৭ ডিসেম্বর- ২০২৫ খ্রিঃ

অধ্যায়-০১: শিরোনাম ও বাস্তবায়ন

অনুচ্ছেদ ০১: এই নীতিমালা 'শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র নীতিমালা' নামে অভিহিত হবে।

অনুচ্ছেদ ০২: এই নীতিমালা সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ-এর জন্য প্রযোজ্য হবে।

অনুচ্ছেদ ০৩: এই নীতিমালা স্বাক্ষরিত হওয়ার দিন থেকে কার্যকর হবে।

অধ্যায়-০২: সংজ্ঞা

এই গঠনতন্ত্রে অন্যরূপ বর্ণিত না হলেঃ

ক) কলেজ বলতে " সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া" বুঝাবে।

খ) 'পরিষদ' বলতে " সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ শিক্ষক পরিষদ, সাঁথিয়া " বুঝাবে।

গ) পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে 'সাধারণ পরিষদ' গঠিত হবে।

ঘ) 'গঠনতন্ত্র' বলতে " সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া"-এর শিক্ষক পরিষদের 'গঠনতন্ত্র' বুঝাবে।

ঙ) 'সদস্য' বলতে " সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া "-এর শিক্ষক পরিষদের সদস্য বুঝাবে।

চ) মেয়াদ বলতে ১লা জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব ধরে পরবর্তী ২ (দুই) বছর সময়কাল বা অভিষেকের পর হতে পরবর্তী ২ (দুই) বছর বুঝাবে।

ছ) সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক -এর সমন্বয়ে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে।

অধ্যায়-০৩: এই পরিষদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ক) বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতির সাথে সঙ্গতি রেখে সদস্যদের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের পরিবেশ গড়ে তোলা।

খ) কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার মান উন্নত করা।

গ) কলেজ ক্যাম্পাসের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) সদস্যদের পেশাগত অভিযোগ-অনুযোগের প্রতি যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং এর প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) সদস্যদের চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা অধিকতর উন্নত করার উদ্দেশ্যে দেশের অন্যান্য সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদ এবং বাংলাদেশের সরকারি কলেজ শিক্ষকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক সমিতি বা সমিতিসমূহের অথবা অনুরূপ সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং সহযোগিতা করা।

চ) সদস্যদের পেশাগত ও পেশা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগত কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ) সদস্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে গঠিত কলেজের শিক্ষক ক্লাব যথাযথভাবে পরিচালনা করা।

জ) পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যান্য কার্য সম্পাদন করা।

অধ্যায়-০৪: সদস্য পদ

- i) এই কলেজে কর্মরত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক, শরীরচর্চা শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক যারা সরকারিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত তাঁরাই এই পরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ii) প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যেক সদস্যকে ১০০/- (একশত) হারে চাঁদা প্রদান করতে হবে।

সদস্য পদ বাতিল:

- ক) প্রত্যেক সদস্যকে পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে ধার্যকৃত হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করতে ব্যর্থ হলে।
- খ) কোনো সদস্য পরিষদের স্বার্থ ও সম্মানের পরিপন্থী কোন কাজ করলে।
- গ) কর্তৃপক্ষের বৈধ আদেশ এবং পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অমান্য করলে।

অধ্যায়-০৫: পরিষদ গঠন কাঠামো

ক) এই পরিষদ নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদ মতে ০৮ (আট) সদস্য বিশিষ্ট হবে-

অনুচ্ছেদ-০১ (সভাপতি): কলেজের অধ্যক্ষ পদাধিকারবলে পরিষদের সভাপতি থাকবেন। অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ/ বা অধ্যক্ষের নির্দেশে সিনিয়র কোনো শিক্ষক সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০২ (সহ-সভাপতি) : কলেজের উপাধ্যক্ষ পদাধিকারবলে পরিষদের সহ-সভাপতি থাকবেন। উপাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বা অধ্যক্ষের নির্দেশে সিনিয়র কোন শিক্ষক সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৩ (সম্পাদক): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-০৪ (যুগ্ম সম্পাদক): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন যুগ্ম সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত যুগ্ম সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-০৫ (কোষাধ্যক্ষ): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন কোষাধ্যক্ষ কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত অর্থ সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-০৬ (ক্রীড়া সম্পাদক): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন ক্রীড়া সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত ক্রীড়া সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-০৭ (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অনুচ্ছেদ-০৮ (আপ্যায়ন সম্পাদক): সদস্যগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ২ (দুই) বছরের জন্য আপ্যায়ন সম্পাদক নির্বাচিত করবেন। তবে নতুন আপ্যায়ন সম্পাদক কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কার্যরত সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পাদক এই পদে বহাল থাকবেন।

অধ্যায়-০৬: সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কার্যাবলি

অনুচ্ছেদ-০১ (সভাপতি):

- ১) তিনি পরিষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন।
- ২) কলেজের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখবার জন্য সময়ে সময়ে তিনি পরিষদের সাথে মত বিনিময়, আলোচনা ও পরামর্শ করবেন।

৩) এই পরিষদের বার্ষিক নির্বাচনে তিনি কোনো প্রার্থীর নাম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রস্তাব বা সমর্থন করতে পরবেন না।

৪) গঠনতন্ত্রের কোনো অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দিলে, সভাপতির ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ-০২ (সহ-সভাপতি): সভাপতির অনুস্থিতিতে বা সভাপতির নির্দেশে পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৩ (সম্পাদক):

- ১) তিনি সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে ও তাঁর সম্মতিক্রমে পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।
- ২) তিনি পরিষদের কাগজপত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।
- ৩) তিনি পরিষদের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- ৪) তিনি সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ও তাঁর সম্মতিক্রমে কলেজের ভিতর ও বাইরের সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিষদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- ৫) তিনি পরিষদের বিভিন্ন সভার বিজ্ঞপ্তি সদস্যগণকে অবহিত করার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- ৬) তিনি পরিষদের সদস্যদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধন এবং কল্যাণের জন্য গঠনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- ৭) তিনি পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবেন।
- ৮) তিনি কলেজে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলা এবং শিক্ষার মান উন্নয়নে অধ্যক্ষ বা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপে সহযোগিতা করবেন।
- ৯) সভাপতির অনুমোদন নিয়ে পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।
- ১০) সভার কার্যবিবরণী ও প্রস্তাবসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৪ (যুগ্ম সম্পাদক): সাধারণ সম্পাদকের অনুরোধে অথবা তার অনুপস্থিতিতে সম্পাদকের সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৫ (কোষাধ্যক্ষ):

- ১) তিনি সম্পাদককে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।
- ২) তিনি পরিষদের সমস্ত হিসাব নিকাশ সংরক্ষণ করবেন।
- ৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৬ (ক্রীড়া সম্পাদক):

- ১) তিনি সম্পাদককে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।
- ২) তিনি কলেজের ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- ৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৭ (সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক):

- ১) তিনি সম্পাদককে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।
- ২) তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- ৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৮ (আপ্যায়ন সম্পাদক):

- ১) তিনি সম্পাদককে তাঁর কাজে সহায়তা করবেন।
- ২) তিনি আপ্যায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।
- ৩) তিনি (সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে) পরিষদ কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

অধ্যায়-০৭ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক - এর অপসারণ, পদত্যাগ ও আসন শূন্য হওয়া-

অনুচ্ছেদ-০১ (অপসারণ): পরিষদের স্বার্থবিরোধী কাজকর্মের জন্য সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক স্ব-স্ব পদ হতে অপসারণ করা যাবে। এই উদ্দেশ্যে সুনির্দিষ্ট কারণ ব্যক্ত করে পরিষদের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য সভাপতিকে সম্বোধন করে সুনির্দিষ্ট পদের কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলে সভাপতি ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে উক্ত অভিযোগ বিবেচনার জন্য পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এরূপ সভায় অভিযোগ বিবেচনান্তে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ গোপন ভোটের মাধ্যমে অপসারণ প্রস্তাব সমর্থন করলে এ প্রস্তাব পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রযোজ্য পদ হতে উল্লিখিত পদাধিকারী অপসারিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-০২ (পদত্যাগ): সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক, আপ্যায়ন সম্পাদক -যে কেউ ইচ্ছা করলে স্ব-স্ব পদ হতে পদত্যাগ করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ উল্লেখপূর্বক সভাপতির নিকট পদত্যাগ পত্র পেশ করতে হবে। সভাপতি কর্তৃক পদত্যাগপত্র গৃহীত হবার তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদত্যাগ কার্যকর হবে।

অনুচ্ছেদ-০৩ (পদ শূন্য হওয়া): বদলি, চাকুরী হতে পদত্যাগ, মৃত্যু, সাময়িক বরখাস্ত অথবা পি.আর.এল.এ গমনের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পদ শূন্য হবে। বদলির ক্ষেত্রে বিমুক্ত হবার তারিখ হতে পদটি শূন্য বলে গণ্য হবে। পদত্যাগ, মৃত্যু, সাময়িক বরখাস্ত এবং পি.আর.এল. ইত্যাদি (যখন যা প্রযোজ্য) সংঘটিত হবার তারিখ হতে সংশ্লিষ্ট পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

অধ্যায়-০৮: পরিষদের শূন্যপদ পূরণ এবং সাময়িক ব্যবস্থাপনা

অনুচ্ছেদ-০১: সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এবং আপ্যায়ন সম্পাদক যে কেউ পদত্যাগ করলে বা অপসারিত হলে বা পদ শূন্য হলে সভাপতি পরিষদের অন্য যে কোন সদস্যকে জরুরী ভিত্তিতে কাজ চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব অর্পণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-০২: অপসারণ, পদত্যাগ অথবা অন্য কোনো কারণে পদ শূন্য হলে শূন্য পদে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিক্রমে নির্বাচনের উক্ত সময়সীমা আরো ১ (এক) মাস বর্ধিত করা যেতে পারে।

অধ্যায়-০৯: পরিষদের গঠন

অনুচ্ছেদ-০১৪ এ পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে নির্বাচিত হবেন। তবে অত্র কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে কেউ যোগদান করলে উপাধ্যক্ষ পদাধিকার বলে পরিষদের সহ-সভাপতি হিসেবে বিবেচিত হবেন। এটি ব্যতিত অন্যান্য পদ যেমনঃ সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, ক্রীড়া সম্পাদক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক এং আপ্যায়ন সম্পাদককে প্রতি বছর জানুয়ারি মাসে পরবর্তী ২ (দুই) বছরের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হবেন। তবে এই প্রক্রিয়ায় পরিষদ গঠন সম্ভব না হলে সদস্যদের প্রত্যেক ভোটে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত হওয়ার পর একই পদে পর পর (একাধিকবার) নির্বাচন করতে পারবেন না। কোন পদের জন্য দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান সংখ্যক ভোট পেলে যিনি সিনিয়র তাঁকেই চূড়ান্তভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

অনুচ্ছেদ-০২: নির্বাচনের জন্য সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে অন্তত ৭ (সাত) দিনের নোটিশে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। যদি ১ম সপ্তাহে সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার বিষয়ে সভাপতির সাথে পরামর্শ না করেন তবে ডিসেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যেই সভাপতি এককভাবে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বান করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৩ পরিষদের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষার জন্য সভাপতি কর্তৃক (সাধারণ সভার পূর্বে) ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিট টিম গঠিত হবে। অডিট টিম বার্ষিক সাধারণ সভায় রিপোর্ট পেশ করবেন।

অনুচ্ছেদ-০৪: সভাপতি সাধারণ সভার পূর্বে শিক্ষক পরিষদ নির্বাচন পরিচালনার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন, যার একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন নির্বাচন কমিশনার হবেন।

অনুচ্ছেদ-০৫ যে সকল সদস্য তাঁদের নিকট প্রাপ্য পরিষদের সকল বকেয়াসহ নির্বাচনের পূর্ববর্তী মাসের চাঁদা পরিশোধ করেছেন কেবল তাঁরাই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে নির্বাচনের মাসে যোগদানকারী সদস্যগণ/সদস্য পরিষদের চাঁদা পরিশোধ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ/ভোট প্রদান করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-০৬: নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর পরবর্তী কর্মদিবসে নব-নির্বাচিত কর্মকর্তাদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-০৭: নির্বাচন সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিষয়ে জটিলতা নিরসনে সভাপতির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

অধ্যায়-১০: নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব ও কার্যাবলী

অনুচ্ছেদ-০১ (প্রধান নির্বাচন কমিশনার):

- ১) বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পরে যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন। তিনি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, তা দাখিল, প্রার্থিতা প্রত্যাহার এবং মনোনয়নপত্র যাচাই-এর তারিখ ও চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করবেন।
- ২) ঘোষিত তফসীল অনুযায়ী তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন এবং নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল সংগ্রহ করে সভাপতিকে প্রদান করবেন।
- ৩) গঠনতন্ত্র বহির্ভূত কোনো কাজ করলে বা এতদসংক্রান্ত কোন কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করলে যা নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে অথবা শিক্ষক সংহতি বিনষ্ট করতে পারে অথবা উভয় সমস্যা সংঘটিত হতে পারে, এক্ষেত্রে প্রধান নির্বাচন কমিশন জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন তৈরি করে সভাপতিকে প্রদান করবেন।
- ৪) নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণার পর নির্দিষ্ট সময়ে যে কোনো পদে যদি একজন প্রার্থীও না পাওয়া যায় অথবা কেউ কোনো পদে প্রার্থী হতে অপারগতা প্রকাশ করেন তবে সভাপতি শিক্ষকদের মধ্য থেকে যে কোনো এক জনকে ঐ পদে সিলেকশন করবেন।
- ৫) সভাপতি মহোদয় নির্বাচনের ১ (এক) মাস পূর্বে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন।

অনুচ্ছেদ-০২ (নির্বাচন কমিশনার):

- ১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কাজের ব্যবস্থা করবেন।

অধ্যায়-১১: সভা

অনুচ্ছেদ-০১: সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে ও তাঁর সম্মতিক্রমে সম্পাদক পরিষদের সকল সভা আহ্বান করবেন। সাধারণ সভার জন্য অন্তত ৩ (তিন) দিনের এবং জরুরি সভার জন্য অন্তত ১২ (বার) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হবে। বিশেষ জরুরি সভার জন্য অন্তত ১ (এক) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ-০২: গঠনতন্ত্র বা গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা উপধারা বা এর অংশ বিশেষ পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য যে সভা আহ্বান করতে হবে তা বিশেষ সভা হিসেবে গণ্য হবে, যার জন্য অন্ততঃ ৭ (সাত) দিনের বিজ্ঞপ্তি প্রয়োজন হবে।

অনুচ্ছেদ-০৩: বার্ষিক সাধারণ সভা বলতে যে সভায় পরিষদের কার্যকাল সমাপনান্তে সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ, অডিট রিপোর্ট উপস্থাপন ও অনুমোদন এবং নতুন পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যক্রম ঘোষণা করা হবে, তাকেই বুঝাবে।

অনুচ্ছেদ-০৪: দুটি সাধারণ সভার অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতি ৬০ (ষাট) দিনের বেশি হবে না।

অনুচ্ছেদ-০৫: সাধারণ সভার জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ এক-তৃতীয়াংশ এবং জরুরী ও বিশেষ জরুরী সভার জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে। সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

অনুচ্ছেদ-০৬ (তলবী সভা): পরিষদের অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য সাধারণ সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে সম্পাদককে লিখিতভাবে অনুরোধ জানালে তিনি বিষয়টি সভাপতির গোচরে এনে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা

আহ্বানের ব্যবস্থা করবেন। এ সময়ের মধ্যে সম্পাদক সভা আহ্বান করতে ব্যর্থ হলে অনুরোধকারী সদস্যগণ সভাপতিকে উক্ত অনুরোধ জানাবেন। এরূপ অনুরোধ হলে সভাপতি ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভা আহ্বান করবেন।

অধ্যায়-১২: আয় ও ব্যয়

অনুচ্ছেদ-০১ (আয়): এই পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মাসিক সদস্য-চাঁদা, বিশেষ কর্ম উপলক্ষে ধার্যকৃত চাঁদা, সরকার/অধ্যক্ষ/সদস্য অথবা পরিষদের বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুদান এবং অন্য কোন গ্রহণযোগ্য উৎস (যদি থাকে) এই পরিষদের আয়ের উৎস হিসাবে গণ্য হইবে। গৃহীত অর্থ এই পরিষদের নামে ব্যাংক হিসাবে গচ্ছিত থাকিবে, তবে পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য অনধিক ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থ নগদ রাখা যাবে। পরিষদের ব্যাংক হিসাব সভাপতি, সম্পাদক, যুগ্ম সম্পাদক ও কোষাদক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। পরিষদের অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন পড়লে সেক্ষেত্রে সম্পাদক/ কোষাদক্ষের যে কোন এক জনের এবং সভাপতির যৌথ স্বাক্ষরে উত্তোলন করা যাবে।

অনুচ্ছেদ-০২ (ব্যয়): শিক্ষক পরিষদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড পরিচালনায়, বিভিন্ন সভা অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ, পরিষদের উদ্দেশ্য এবং কর্মকর্তা ও নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কার্যাবলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কাজ অথবা পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন কাজে এ পরিষদের অর্থ ব্যয় করা যাবে। শিক্ষকদের কল্যাণে/বিশেষ প্রয়োজনে / মানবিক কাজে সদস্যদের প্রয়োজনে পরিষদের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ শিক্ষক পরিষদের আয় ও ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবার জন্য নিয়মিত ক্যাশ বই লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং বছরের (বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্বে) সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত অডিট টিম দ্বারা অডিট করাতে হবে। বিশেষ প্রয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন সময়েও অডিট করানো যাবে।

অধ্যায়-১৩: গঠনতন্ত্রের সংশোধন

অনুচ্ছেদ-০১: গঠনতন্ত্রের সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন প্রভৃতির ক্ষেত্রে বিস্তারিত ধারা এবং বিষয় লিখে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট বার্ষিক সভার ১৫ (পনের) দিনের পূর্বে দাখিল করতে হবে। সাধারণ সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে সংশোধন, পরিবর্তন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে।

শিক্ষক পরিষদ গঠনতন্ত্র প্রণয়ন কমিটি-২০২৫

ক্রমিক নং	শিক্ষকের নাম পদবী বিষয়	কমিটি পদবী	স্বাক্ষর
১.	মোঃ মনজুর আলম, প্রভাষক ব্যবস্থাপনা সাঁথিয়া সরকারি কলেজ, সাঁথিয়া,পাবনা।	আহবায়ক	
২.	ড. মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, প্রভাষক ইসলাম শিক্ষা সাঁথিয়া সরকারি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা	সদস্য	
৩.	মুহাম্মদ আব্দুল মমিন, প্রভাষক ইসলাম শিক্ষা সাঁথিয়া সরকারি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা	সদস্য	
৪.	মোঃ কামরুজ্জামান, প্রভাষক রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ সাঁথিয়া সরকারি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা	সদস্য	

তারিখঃ ০৭/১২/২০২৫খ্রি.

স্বাক্ষরিত

(প্রফেসর ড. এ.কে.এম শওকত আলী খান)

পরিচিতি নং-৭৭৮৭

অধ্যক্ষ

সাঁথিয়া সরকারি ডিগ্রি কলেজ, সাঁথিয়া, পাবনা।